বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি

আমরণ অনশনে ক্ষতিগ্রস্তরা

ফুলবাড়ী ও পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ●

জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির ক্ষতিগ্রস্ত ১০ গ্রামের সহস্রাধিক নারী-পুরুষ গতকাল বুধবার বেলা ১১টা থেকে খনির প্রধান ফটকের সামনের সড়কে বসে কাফনের কাপড় পরে আমরণ অনশন শুরু করেছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা বাড়ি না ফেরার হুমকি দিয়েছে।

কয়লাখনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কামরুজ্জামান মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপারে সরকার আন্তরিক। দ্রুত বিষয়টির সুরাহার জন্য সচিব ও মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক চলছে। শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে তাঁর এই বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনশনকারীরা বলেন, আন্দোলন শুরু করলে কর্তৃপক্ষ প্রতিবার একই কথা বলে। তারা কিছুদিন সময় নেয়, এরপর ফের একই অবস্থা।

কর্মসূচি ঘিরে খনির দুই ফটকে ও প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুজিব-উল-ফেরদৌস, দিনাজপুর সহকারী পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার ও পার্বতীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

অনশনে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা মো. মকছেদ আলী, মো. বেলাল উদ্দিন, মশিউর রহমান ও রুহুল আমীন বলেন, ধীরে ধীরে ফসলি জমি সব দেবে যাচ্ছে, ভূকম্পনে বাড়িঘরের দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। পরিবার নিয়ে শান্তিতে ঘরে থাকা যাচ্ছে না। জীবন ও সম্পদ রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক মো. ইব্রাহীম খলিল প্রথম আলোকে বলেন, খনি কর্তৃপক্ষ ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাঁদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। বাধ্য হয়ে আমরণ অনশন শুরু করতে হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা তোলার কারণে খনির পার্শ্ববর্তী কালুপাড়া, মৌপুকুর, জিগাগাড়ী, বলরামপুরসহ প্রায় ১০টি গ্রামে ৬৪৬ একর ফসলি জমি দেবে গেছে, ওই এলাকার অনেক বাড়িঘরে ফাটল ধরেছে। ওই গ্রামগুলোতে সব সময় ভূকম্পন অনুভূত হয়। আতঙ্কিত গ্রামবাসী দ্রুত সেখান থেকে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে চায়। দীর্ঘদিন ধরে তারা ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন করছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির প্রধান ফটকের সামনে গতকাল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেয় ● প্রতিনিধি

বড়পুকুরিয়া খনি

ক্ষতিগ্রস্তদের অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার

দিনাজপুর অফিস ও ফুলবাড়ী প্রতিনিধি ●

আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সব দাবি পূরণের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটায় বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির গেটে আমরণ অনশনরত খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ১০ গ্রামের নারী-পুরুষ তাঁদের অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মো. আবদুল জলিল এবং অনশনরত জীবন ও সম্পদ রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ইব্রাহীম খলিল খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক প্রথম আলোকে বলেন, বড়পুকুরিয়া খনি এলাকার মানুষের আমরণ অনশন কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানে গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ের এক জরুরি সভা হয়।